এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
০১ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

করোনাভাইরাসের কারণে টানা কয়েক বছর সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবার পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। একই সঙ্গে দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে প্রথমবারের মতো অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

তবে এই নতুন ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে সারাদেশে পরীক্ষা স্থগিত রাখার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন শিক্ষা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা। পরীক্ষার্থীদের সুবিধা বিবেচনায় বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হলে নমনীয় হওয়ারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার। প্রথম দিন দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিমে কোরআন মাজিদ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসির (বিএমটি) বাংলা-২ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সব বোর্ডে পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত। তবে পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

এ বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে মোট ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৪৮৬ পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৭ জন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৯২ হাজার ৯০৫ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ১ লাখ ৭ হাজার ৯৬৪ জন। সারাদেশের ২ হাজার ৬৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বোর্ডভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডের ৩১০টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেবেন ৩ লাখ ৩৯৩ জন। রাজশাহী বোর্ডে ২০৮টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৩০ জন, দিনাজপুর বোর্ডে ২১২টি কেন্দ্রে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৯ জন, যশোর বোর্ডে ২৪০টি কেন্দ্রে ১ লাখ ১৭ হাজার ২১০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বোর্ডের ১১৪টি কেন্দ্রে ৯৯ হাজার ৬৮৮ জন, কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৩টি কেন্দ্রে ৯৪ হাজার ৮০২ জন, সিলেট বোর্ডের ৯৬টি কেন্দ্রে ৭১ হাজার ৭১১ জন, ময়মনসিংহ বোর্ডের ১১১টি কেন্দ্রে ৭৩ হাজার ৩৭ জন এবং বরিশাল বোর্ডের ১৪২টি কেন্দ্রে ৫৮ হাজার ৬৬৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন।

এবারের পরীক্ষায় ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হলেও এর সঙ্গে নতুন একটি চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে। দেশের কোনো একটি অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা কিংবা বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের কারণে সারাদেশে পরীক্ষা স্থগিত রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামান বলেন, অভিন্ন প্রশ্নপত্র হওয়ায় কোনো এলাকায় বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তার ভাষায়, কোনো একটি বিভাগে বড় ধরনের দুর্যোগ দেখা দিলে ওই দিনের পরীক্ষা সারাদেশে স্থগিত রেখে পরে নতুন তারিখে আয়োজন করাই অধিকতর যৌক্তিক হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার্থীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনো পরীক্ষার্থী দুর্ঘটনা, যানজট কিংবা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছাতে না পারলে কেন্দ্রসচিব ও স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি বিবেচনা করে নমনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় কিছু পরীক্ষার্থী অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে নির্ধারিত সময়ের পর কেন্দ্রে পৌঁছে পরীক্ষা দিতে না পারার ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমে সমালোচনারও সৃষ্টি হয়। এবার সেই অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

শিক্ষা-ংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে প্রত্যাবর্তন এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা আয়োজন দেশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করবে। তবে একই সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলা, পরীক্ষা পরিচালনা এবং

পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় সময়োপযোগী সিদ্ধান্তই হবে এবারের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এইচএসসি পরীক্ষা